ভূমিকা

মানবমনের ভাব প্রকাশের উপযোগী অর্থপূর্ণ বহুজনবোধ্য সার্থক ধ্বনিসমষ্টিই হল ভাষা। ভাষার অন্তর্গত কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগণের কথ্যভাষা বা ভাষার আঞ্চলিক রূপকে বলে উপভাষা (Dialect)। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজিতে উপভাষা শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হলেও ভাষা শব্দ থেকেই উপভাষা শব্দটির উৎপত্তি।

ভৌগোলিক অঞ্চল ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও নানা পরিবর্তন দেখা দেয় এবং বৈচিত্র্য ঘটে। এই পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে ভাষার প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক রূপ। তাই ভাষা ও উপভাষার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও শ্রেণিগত কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় উপভাষার মাধ্যমেই।

বাংলা ভাষার উপভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীগণ প্রধানত পাঁচটি উপভাষার কথা বলেছেন। সেগুলো হল — রাঢ়ি, ঝাড়খণ্ডি, বরেন্দ্রী, বঙ্গালি ও কামরূপী। মনে করা হয় যে, বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময় থেকেই এই উপভাষাগুলো আলাদা আলাদা ছিল। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ব্যবধান ও সামাজিক বিভিন্নতার কারণে এই উপভাষাগুলো অপভ্রংশের স্তর অতিক্রম করার সময় থেকেই স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ জন্মলগ্নে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্যের কারণে বাংলা ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে এক ও অভিন্ন আকার নিতে পারেনি। পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আধুনিক জীবনব্যবস্থায় কলকাতা ছিল বঙ্গদেশের প্রাণকেন্দ্র। তাই কলকাতাকেন্দ্রিক উপভাষা রাঢ়ি চলিত শিষ্ট ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেই গবেষণার ধারা উপভাষা অঞ্চলগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষা গবেষণা ও বিচারবিশ্লেষণের কাজে বিস্তৃতিলাভ করে। এইরকম গবেষণার কাজে বহু গবেষক এগিয়ে এসেছেন।

বাংলার অন্যান্য উপভাষা নিয়ে প্রচুর গবেষণার কাজ হলেও বরেন্দ্রী উপভাষা নিয়ে গবেষণার কাজ হয়েছে কম। বরেন্দ্রী উত্তরবঙ্গের উপভাষা। এর বিস্তৃতি পশ্চিমবঙ্গের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহি, বগুড়া ও পাবনা জেলায়।

বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর (অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর) জেলার কথ্যভাষা নিয়ে গবেষণা করেন ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী। এই গবেষণার ফলস্বরূপ

প্রকাশিত হয় তাঁর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' গ্রন্থখানি। তাঁর পূর্বে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা নিয়ে 'কোটি বর্ষীয় লোকভাষা ও তার স্বরূপ প্রকৃতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন রাধামোহন মহন্ত। পরবর্তীকালে দুই দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষা নিয়ে ধনঞ্জয় রায় লেখেন 'দুই দিনাজপুর জেলার উপভাষা ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা' প্রবন্ধটি।

এই সমস্ত গবেষণা কর্মের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষা। অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। অথচ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ ওপার বাংলার (বাংলাদেশের) চলন বিল অঞ্চল থেকে আগত। এই অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষা এখানকার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

এবারে দেখা যাক, বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত বৃহত্তর রাজশাহি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষা নিয়ে কী ধরনের গবেষণার কাজ হয়েছে। রাজশাহির চাঁপাই নবাবগঞ্জের কথ্যভাষা নিয়ে 'গৌড়ীয় উপভাষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ড. আবদুল রহিম খোন্দকার। এর পূর্বে নওগাঁর মহাদেবপুর অঞ্চলের কথ্যভাষা নিয়ে অধ্যাপক সাদেক আলি লেখেন 'বরেন্দ্র উপভাষা' প্রবন্ধটি। 'রাজশাহীর উত্তরাঞ্চলের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন পি. এম. সফিকুল ইসলাম। এছাড়াও তিনি বৃহত্তর রাজশাহি জেলার বাগমারা, মোহনপুর, দুর্গাপুর, পুটিয়া প্রভৃতি উপজেলার কথ্যভাষা নিয়ে 'রাজশাহীর উপভাষা' নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

দেখা যাচ্ছে যে, বৃহত্তর রাজশাহি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষা নিয়ে গবেষণা হলেও বাংলাদেশের বৃহত্তম চলন বিল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণার কাজ হয়নি। বিশেষ করে নাটোর জেলার সিংড়া, আত্রাই, গুরুদাসপুর, বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম এবং সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলায় বিস্তৃত চলন বিল অঞ্চলের কথ্যভাষা অনালোচিতই থেকে গেছে।

এই চলন বিল অঞ্চল থেকে বহু মানুষ বিভিন্ন সময়ে এপার বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গে) চলে এসেছেন এবং এখনও আসছেন। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটিতে এঁদের বহুল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত এই সমস্ত জনগণের কথ্যভাষা নিয়ে এপার বাংলাতেও কোনো গবেষণা-আলোচনা হয়েছে বলে জানা নেই।

চলন বিল অঞ্চল থেকে আগত জনগণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই জনসম্প্রদায় নতুন পরিবেশে ও ভৌগোলিক অবস্থানে নিজেদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বা করার চেষ্টা করছেন। বর্তমান বসবাসের জনজীবনের ছোঁয়া তাঁদের ওপরে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেছে। নগরজীবনের আধুনিকতা এবং শিক্ষার প্রসার এঁদের কথ্যভাষাকে বারবার আঘাত হানছে। তবুও বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী এই জনসম্প্রদায়ের ব্যবহৃত কথ্যভাষায় খুব একটা বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। আবেগঘন মুহূর্তে, বন্ধুমহলে, পারিবারিক পরিবেশে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপচারিতায়, একান্ত আলাপ-আলোচনায় বা রাগের সময় এঁরা নিজেদের কথ্যভাষাই ব্যবহার করেন। বিভিন্ন রূপিম, প্রত্যয়, বিভক্তি, পদ ব্যবহারে, কাউকে সম্ভাষণ ও সম্বোধনে, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে, লোকসংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গে এবং বিচিত্র শব্দভাণ্ডারে এই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

_____*****_____